অনুভূতির সঞ্চয়

সঞ্চয়িতা নাথ

কবিতা ঃ নিগৃহীত
সূর্যাস্তের ধূলিকণা বয়ে বয়ে মেয়েটি আজ ক্লান্ত----
নিস্তব্ধতার ওড়না জড়িয়ে পড়ে আছে
একাকীত্বের নিশি যাপনে। একদিন তার
চোখে ছিলো বিশ্ব বিস্তৃত কামনার সাগর !
পৃথিবীর বাগান থেকে এক গুচ্ছ গোলাপ চুরি
করে বেঁধেছিল কবরী, কপালে অগ্নিবর্ণা
সূর্যের টিপ, সারা শরীর জুড়ে যৌবন সিক্ত
প্রেমের পাঠশালা--
ফুটন্ত পদ্মের মনোরম মাধুর্যে প্রশস্ত মনের
ডানা, বসন্ত অরণ্য আছড়ে পড়েছিলো তার
উন্মুক্ত বুকের প্রতিটি কক্ষে, অসংখ্য অগণিত
আবেগী রেণুতে সে ও গেঁথে ছিলো সেনালী
ক্ষেতের মায়াবী উঠোন, প্রশান্তির প্রত্যয়ে
অন্তর হৃদয় স্পর্শী নক্ষত্র সেতু-- সংকল্পের
তানপুরায় সেজে উঠেছিল সপ্তসুরের
স্রোতস্বিনী স্বর্ণ মহল। তপস্যারত প্রেমিক
পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল তার মনমোহিনী
রূপে, বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকার বহমান
বাতাস ঢেউ দুলানো হাতে তার গায়ে এঁকে
দেয় উষ্ণ শীতল চুম্বন, চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুর
মাথা নুইয়ে যায় তার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের
পারদ শৃঙ্গে, রাতের আকাশের একফালি
চাঁদ ছুঁয়ে যায় তার হলুদ রাঙা শাড়ির উড়ন্ত
আঁচল। আজ তার দু'চোখ নেমেছে বিষাদের
মেঘ, যে পথের বাঁকে প্রেমিক পুরুষ ছুঁয়ে
ছিলো তার হাত, সাজিয়ে ছিলো
ভালোবাসার ইমারত, আগামী প্রজন্মের তরে
নির্মিত সেই স্বাপ্নিক স্তম্ভ----
যার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইট মাটি খসে
পড়ছে অপসংস্কৃতির অপশাসন ও অপকর্মে----
সজীব অনুভূতি গুলি ধোঁয়ার ফুলদানিতে
শুকিয়ে শুকিয়ে বিমর্ষের অপরাহ্নে স্তুপাকার,
ঘৃণার পাহাড় রোদে ভাঙছে সবুজ দেয়াল,
ভাঙনের বৃষ্টিতে ঝরছে হাজার বছর লালিত
গোলাপ পাপড়ি ফুলদল; প্রেমহীন প্রেমের
মোহনায় দুহাত বাড়িয়ে আজো দাঁড়িয়ে সেই
মেয়ে---
যেখানে নিগ্রহের জ্বলন্ত চিতায় দাউ দাউ করে
জ্বলছে প্রতিশ্রুতির মেরুদন্ড !!!

* * *